সংবাদ

তারিখ 24 JUL 2013
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সংক্ষিপ্ত বিচারিক ক্ষমতা চেয়েছেন ডিসিরা

এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষক নিয়োগ দাবি

রাকিব উদ্দিন

নিয়োগে স্বচ্ছতা আনতে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন জেলা প্রশাসকরা (ডিসি)। তারা বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে নিজেদের প্রতিনিধি রাখার দাবি জানিয়ে বলেন, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদে (এসএমসি) স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেতা ও প্রভাবশালীরা অনৈতিকভাবে হস্তক্ষেপ করছে। তা বন্ধ করা জরুরি। কারণ এতে প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, পাঠদান বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, বাড়ছে অনিয়ম ও দুর্নীতি।

মন্ত্রিপরিষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত ডিসি সম্মেলনের প্রথমদিনের প্রথম অধিবেশনে গতকাল শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত বিষয়ে উভয় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রধানের সঙ্গে কার্য অধিবেশনে ডিসিরা এ মন্তব্য করেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে মোবাইল কোর্টের পরিধি বাড়িয়ে সংক্ষিপ্ত বিচারিক ক্ষমতা চেয়েছেন ডিসিরা। বর্তমান মোবাইল কোর্ট বা ভ্রাম্যমাণ আদালত আইনে কেউ দোষ স্বীকার না করলে শাস্তি দেয়া যায় না। এতে জটিলতার সৃষ্টি হয়। ২০০৯ সালে নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগ পৃথক হওয়ার পর থেকেই ডিসিরা মোবাইল কোর্টের ক্ষমতা বাড়ানোর দাবি করে আসছে। গতকাল শুরু হওয়া তিন দিনব্যাপী জেলা প্রশাসক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার সঙ্গে একান্তে আলোচনার সময়ও তারা এ দাবি জানান। পরে সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টার কাছে এই দাবি তুলে ধরেন কয়েকজন জেলা প্রশাসক। কয়েকজন ডিসির সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য জানা যায়।

ডিসিদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা এইচটি ইমাম সাংবাদিকদের বলেন, সার্বিক ট্রায়ালের

ডিসিরা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

ডিসিরা : ক্ষমতা চেয়েছেন,

(১ম পৃষ্ঠার পর)

(সংক্ষিপ্ত বিচারিক ক্ষমতা) প্রস্তাব করেছেন ডিসিরা। বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মিলে আইন মন্ত্রণালয় ও বিচার বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে পদক্ষেপ নেবে।

ডিসিরা তাদের প্রস্তাবনায় বলেছেন, মোবাইল কোর্ট আইন-২০০৯ অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিকে স্বীকারোক্তি ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করে এ আইনের অধীনে নির্ধারিত দণ্ড আরোপ করা যায়। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার না করলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে ঘটনা সংঘটিত হলেও দণ্ড প্রদানের সুযোগ থাকে না। এ কারণে মোবাইল কোর্ট আইন-২০০৯ এর মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্পূর্ণ কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না।

সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুক্ত আলোচনায় এ ক্যাটাগরির জেলার ডিসিরা অতিরিক্ত পুলিশ চেয়েছেন। এ সময় মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশেষ নজর দেয়ার তাগিদ দিয়ে বলেন, প্রত্যেক জেলায় মুক্তিযোদ্ধাদের আলাদা সমাধিস্থল তৈরি করতে হবে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধি করতে যত টাকা খরচ হবে তা সরকার বহন করবে। অর্থাৎ জেলা প্রশাসকরাই সরকারের পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধির খরচের টাকা প্রদান করবে।

মুক্ত আলোচনায় ঢাকার জেলা প্রশাসক প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, জমি অধিগ্রহণে ঢাকা জেলার অনেকেই ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এতে অনেকেই জমি দিতে চায় না। তাই এক্ষেত্রে জমির দাম আরও বেশি দিতে হবে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যা করা দরকার তাই করতে হবে। কেউ যাতে ক্ষতির সম্মুখীন না হন সেদিকে নজর রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

আর আগামী তিন মাসের মধ্যে বর্তমানে সরকারের অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে ডিসিরা স্থানীয় কিছু প্রতিবন্ধকতার কথা বললে প্রধানমন্ত্রী সব প্রতিবন্ধকতার ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, প্রয়োজনে আমার সহায়তা নিতে পারেন। ডিসিরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে ঝুঁকি ভাতার কথা বললে তিনি বলেন, তাহলে আপনাদের ঝুঁকি ভাতাই দেই। বেতন দেয়ার কি দরকার। মাঠ প্রশাসনের কাজ মানেই ঝুঁকি।

শিক্ষা ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় : সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, কয়েকজন জেলা প্রশাসক স্কুল-কলেজের ভর্তিতে নিজেদের ভর্তি কমিটির প্রধান করার দাবি জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে। এ বিষয়ে তাদের যুক্তি হলো ভর্তি প্রক্রিয়ার পুরো ক্ষমতা তাদের হাতে থাকলে ভর্তি বাণিজ্য ও অনিয়ম কমবে। এ সময় একাধিক ডিসি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধের দাবি জানান।

সভাশেষে এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সাংবাদিকদের বলেন, ডিসিরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদ থেকে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধের দাবি জানিয়েছেন। আমরা এ বিষয়টি বিবেচনা করে দেখব। তিনি আরও জানান, আমরা শিক্ষার মান আরও বৃদ্ধির জন্য ডিসিদের অধিকতর মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছি।

কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসক তার এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শতভাগ উপবৃত্তির ব্যবস্থা করতে গণশিক্ষামন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব করেছেন। এ সময় ডিসি যুক্তি দেখান কিশোরগঞ্জ মূলত হাওর এলাকা। সুযোগ-সুবিধার অভাবে অনেক পরিবারই তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠায় না।

শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় আরও অংশগ্রহণ করেন বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, কুমিল্লা, মাদারীপুর, রাঙ্গামাটি, ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসকরা।

বান্দরবানের জেলা প্রশাসক প্রস্তাব করেছেন, তিন পার্বত্য জেলায় (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি) আলাদাভাবে শিক্ষক নিয়োগ না দিয়ে জাতীয়ভাবে শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার। কারণ পৃথকভাবে শিক্ষক নিয়োগ দেয়ায়, ওই জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেধাবী ও ভালো শিক্ষকের অভাব প্রকট।

ডিসিদের সঙ্গে শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে কার্য অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. আফছারুল আমীন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন, শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের প্রধানরা। আর

হোসাইন ভূঁইয়া।

মাঠ প্রশাসন : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধিবেশনের পর এইচটি ইমাম সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর পদ-পদবি পরিবর্তনের কারণে সচিবালয়সহ কয়েকটি স্থানে অসন্তোষ রয়েছে। এ বিষয়গুলো জেলা প্রশাসক সম্মেলনে উঠে এসেছে। বিষয়গুলো আমরা দেখব।

জেলাভিত্তিক বিভিন্ন সমস্যা তারা তুলে ধরেছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, হাওর এলাকায় যান চলাচলের সহায়তা চেয়েছেন জেলা প্রশাসকরা। তিনি জানান, পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর চালুর বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বন্দর চালু হলে নেপাল ও ভুটানের পর্যটকরা আসতে পারত। এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন জেলা প্রশাসক।

জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা বলেন, বিভিন্ন কাজে জেলা বা বিভাগীয় পর্যায়ে সমন্বয় থাকতে হবে। সমন্বয় না থাকলে জনগণ ও সরকার কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। সে কারণে কাজে সমন্বয় করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে এইচটি ইমাম বলেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে কোন আলোচনা হয়নি।

সাইবার নিয়ন্ত্রণ আইন যুগোপযোগী করার দাবি ডিসিদের। ইন্টারনেট ব্যবহার করে অশ্লীলতা, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বিঘ্নিত করা, মিথ্যা গুজব রটানো, বানোয়াট স্থির ও ভিডিও চিত্র এবং সাম্প্রদায়িক অপপ্রচার বৃদ্ধি পাওয়ায় সাইবার নিয়ন্ত্রণ আইনটি যুগোপযোগী করে একে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এ তফসিলভুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন জেলা প্রশাসকরা।

মন্ত্রিসভা কক্ষে অনুষ্ঠিত ডিসি সম্মেলনের তৃতীয় কর্ম-অধিবেশনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত আলোচনায় এ দাবি জানান জেলা প্রশাসকরা। ডিসিদের এ দাবির প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে 'মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯'-এ তফসিলভুক্ত করা যেতে পারে।

বান্দরবানে মাঝে মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী গ্রুপ কর্তৃক চাঁদা আদায় ও অপহরণের মতো ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে চাঁদাবাজি হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে বৈঠকে আলোচনা হয়। এ সময় বান্দরবানের জেলা প্রশাসক জানান, সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশকারী সন্ত্রাসীদের দখলে অবৈধ অস্ত্র রয়েছে। এর ফলে দুর্গম পার্বত্য এলাকায় চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন আইনবিরোধী কর্মকাণ্ড চলছে।

এ প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, বান্দরবানের সাঙ্গু মাতামুহুরী এবং বাঁকখালী নদীপথে পণ্য ও যাত্রী পরিবহনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড স্টেশন পতেঙ্গা, সাঙ্গু ও মহেশখালীতে নিয়মিত টহল দেয়া হচ্ছে। এ তিনটি স্টেশনকে আরও শক্তিশালী করা যেতে পারে। গোয়েন্দা পুলিশ প্রয়োজনীয় মোবাইল ট্র্যাকিং প্রযুক্তি মেশিন ব্যবহার করে নজরদারি বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

ইন্টারনেট ব্যবহার করে অশ্লীলতা, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ব্যাহত সৃষ্টি, মিথ্যা গুজব রটানো, বানোয়াট স্থির ও ভিডিও চিত্র এবং সাম্প্রদায়িক অপপ্রচারসহ নানাবিধ সাইবার ক্রাইম বেড়ে গেছে। এ ধরনের অপরাধরোধে সাইবার আইন যুগোপযোগী করার প্রয়োজন বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মত প্রকাশ করে।

ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, নাটোর ও নরসিংদীর জেলা প্রশাসকরা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও অপরাধ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কোন মতামত দেয়নি।

মাদারীপুরের জেলা প্রশাসক সম্মেলনে জানান, এসিড আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৪-এ ব্যবহার ও বিক্রির ক্ষেত্রে লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ কি পরিমাণ মজুদ করবে তা উল্লেখ নেই। জেলা প্রশাসক আইনের মাধ্যমে নির্ধারণ করার সুপারিশ করেন।

এ প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মতামতে জানিয়েছে, জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে।

যশোরের জেলা প্রশাসক সম্মেলনে জানান, মোবাইল কোর্ট আইন-২০০৯-এর আওতায় ফেনসিডিল বহন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অপরাধ বিচার করার সুযোগ না থাকায় মাদক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফেনসিডিল সেবন, বিক্রি ও বহনের বিষয়টি আইনে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেন জেলা প্রশাসক। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে আইনে বিষয়টি তফসিলভুক্ত করা যেতে পারে।

বর্তমানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয় থেকে চোরাচালান প্রতিরোধ, টাস্কফোর্স অভিযান, উচ্ছেদ, পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় গোপনীয় দলিলপত্র আনা ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় জরুরি ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এসব অভিযানে পুলিশ ফোর্স না পাওয়ায় এবং পুলিশের স্বল্পতা থাকায় প্রত্যাশিত মাত্রায় অভিযান ফলপ্রসূ হয় না। এক প্লাটুন পুলিশ ফোর্স স্থায়ীভাবে মোতায়েন কিংবা পৃথক পুলিশ ইউনিট বা মোবাইল কোর্ট পুলিশ গঠন করার সুপারিশ করা হয়।

এছাড়া গতকাল ডিসি সম্মেলনের অন্যান্য অধিবেশনে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সচিবদের সঙ্গে জেলা প্রশাসকদের মতবিনিময় হয়েছে।